ষোড়শ অধ্যায়

ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা জমদগ্নিকে হত্যা করলে, পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। এই অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের বংশধরদেরও বর্ণনা করা হয়েছে।

জমদগ্নির পত্নী রেণুকা যখন গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে গন্ধর্বরাজকে অপ্সরাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে দেখেন, তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হন। তাঁর এই পাপ বাসনার জন্য তিনি তাঁর পতির দ্বারা দণ্ডিত হন। পরশুরাম তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের বধ করেন, কিন্তু পরে জমদগ্নি তাঁর তপস্যার প্রভাবে তাঁদের পুনরুজ্জীবিত করেন। কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পরশুরাম কর্তৃক তাদের পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণপূর্বক প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্প করে, এবং পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নির আশ্রমে গিয়ে ভগবানের ধ্যানরত জমদগ্নিকে হত্যা করে। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে মৃত পিতাকে দর্শন করে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তাঁর ভ্রাতাদের পিতার মৃতদেহ রক্ষা করতে বলে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করতে মনস্থ করে বহির্গত হন। তাঁর কুঠার নিয়ে তিনি কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীপুরে যান এবং কার্তবীর্যার্জুনের সব কটি পুত্রকে সংহার করেন। তাদের রক্তধারায় একটি নদী প্রবাহিত হয়। পরশুরাম কিন্তু কেবল কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের সংহার করেই ক্ষান্ত হননি, পরন্তু ক্ষত্রিয়রা অত্যাচারী হলে তিনি তাদেরও সংহার করেন। এইভাবে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর নিহত পিতার মস্তক তাঁর দেহে যোজনা করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিবিধ যজ্ঞ করেন। তার ফলে জমদগ্নি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে উন্নীত হন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম এখনও মহেন্দ্র পর্বতে বর্তমান আছেন। পরবর্তী মন্বন্তরে তিনি বৈদিক জ্ঞান প্রবর্তন করবেন।

গাধির বংশে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। তিনি তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর একশত এক পুত্র ছিল, যাঁরা মধুচ্ছন্দা নামে বিখ্যাত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু প্রজাপতিদের কৃপায় তিনি মুক্ত হন। তারপর তিনি গাধি-বংশে দেবরাত নামে বিখ্যাত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে স্বীকার না করায়, বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁরা বৈদিক সভ্যতার প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ ম্লেচ্ছতে পরিণত হন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের একপঞ্চাশতম পুত্র শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে অঙ্গীকার করেন, এবং তার ফলে তাঁদের পিতা বিশ্বামিত্র তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বরদান করেন। এইভাবে দেবরাত কৌশিকবংশে স্বীকৃত হন এবং তার ফলে কৌশিকগোত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন ।
সংবৎসরং তীর্থযাত্রং চরিত্বাশ্রমমাব্রজৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **উপশিক্ষিতঃ**—এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **তথা ইতি**—তাই হোক; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুবংশীয় মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সংবৎসরম্**—এক বছর; **তীর্থ-যাত্রাম্**—তীর্থপর্যটন করে; **চরিত্বা**—সম্পাদন করে; **আশ্রমম্**—তাঁর আশ্রমে; **আব্রজৎ**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! পিতা কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, পরশুরাম সেই আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক এক বছর তীর্থপর্যটন করে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন।

শ্লোক ২

কদাচিদ্ রেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্ ।
গন্ধর্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত ॥ ২ ॥

কদাচিৎ—একসময়; **রেণুকা**—জমদগ্নির পত্নী, পরশুরামের মাতা রেণুকা; **যাতা**—গিয়েছিলেন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **পদ্ম-মালিনম্**—পদ্মমালায় শোভিত; **গন্ধর্ব-রাজম্**—গন্ধর্বরাজ; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **অপ্সরোভিঃ**—অপ্সরাদের সঙ্গে; **অপশ্যত**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

একসময় জমদগ্নির পত্নী রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে পদ্মফুলের মালায় শোভিত গন্ধর্বরাজকে অপ্সরাদের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছিলেন।

শ্লোক ৩

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা ।
হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা ॥ ৩ ॥

বিলোকয়ন্তী—অবলোকন করে; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত গন্ধর্বরাজকে; **উদক-অর্থম্**—জল আনার জন্য; **নদীম্**—নদীতে; **গতা**—তিনি যখন গিয়েছিলেন; **হোম-বেলাম্**—হোম অনুষ্ঠান করার সময়; **ন সস্মার**—স্মরণ না করে; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **চিত্ররথ**—চিত্ররথ নামক গন্ধর্বরাজের; **স্পৃহা**—সঙ্গ কামনা করেছিলেন।

অনুবাদ

গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত গন্ধর্বরাজকে দর্শন করে রেণুকা তাঁর প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হয়েছিলেন এবং হোমের সময় যে অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই কথা তাঁর স্মরণ হল না।

শ্লোক ৪

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা ।
আগত্য কলশং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥

কাল-অত্যয়ম্—সময় অতীত হয়েছে; **তম্**—তা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মুনেঃ**—মহর্ষি জমদগ্নির; **শাপ-বিশঙ্কিতা**—অভিশাপের ভয়ে ভীতা হয়ে; **আগত্য**—ফিরে এসে; **কলশম্**—কলস; **তস্থৌ**—দাঁড়িয়েছিলেন; **পুরোধায়**—ঋষির সম্মুখে স্থাপন করে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে।

অনুবাদ

তারপর, যজ্ঞের সময় অতিবাহিত হয়েছে দেখে রেণুকা তাঁর পতির অভিশাপের ভয়ে ভীতা হয়েছিলেন, এবং গৃহে ফিরে এসে জলের কলসি তাঁর সামনে রেখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ ।
ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে ॥ ৫ ॥

ব্যভিচারম্—ব্যভিচার; **মুনিঃ**—জমদগ্নি মুনি; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **পত্ন্যাঃ**—তাঁর পত্নীর; **প্রকুপিতঃ**—তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **ঘ্নত**—হত্যা কর; **এনাম্**—একে; **পুত্রকাঃ**—হে পুত্রগণ; **পাপাম্**—পাপীয়সী; **ইতি উক্তাঃ**—এই বলে; **তে**—সমস্ত পুত্ররা; **ন**—করেননি; **চক্রিরে**—তাঁর আদেশ পালন।

অনুবাদ

জমদগ্নি তাঁর পত্নীর এই ব্যভিচার অবগত হয়েছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "হে পুত্রগণ, এই পাপীয়সী রমণীকে হত্যা কর!" কিন্তু তাঁর পুত্ররা তাঁর আদেশ পালন করেনি।

শ্লোক ৬

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৄন্ মাত্রা সহাবধীৎ ।
প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ সঃ ॥ ৬ ॥

রামঃ—ভগবান পরশুরাম; **সঞ্চোদিতঃ**—(তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের হত্যা করতে) অনুপ্রাণিত হয়ে; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **ভ্রাতৄন্**—তাঁর ভ্রাতাদের; **মাত্রা সহ**—মাতাসহ; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **প্রভাবজ্ঞঃ**—প্রভাব সম্বন্ধে অবগত; **মুনেঃ**—মুনির; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **সমাধেঃ**—সমাধির দ্বারা; **তপসঃ**—তপস্যার দ্বারা; **চ**—ও; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

জমদগ্নি তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরামকে তাঁর আদেশ অমান্যকারী পুত্রদের এবং মানসে ব্যভিচারিণী মাতাকে বধ করতে বলেছিলেন। পিতার সমাধি এবং

তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন বলে পরশুরাম তৎক্ষণাৎ তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রভাবজ্ঞঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরশুরাম তাঁর পিতার প্রভাব অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পিতার আদেশ পালন করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বিচার করেছিলেন যে, তিনি যদি তাঁর পিতার আদেশ অমান্য করেন, তা হলে তিনি অভিশপ্ত হবেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং পিতা প্রসন্ন হলে পরশুরাম তাঁর কাছে বর চাইবেন যাতে তাঁর মাতা এবং ভ্রাতারা তাঁদের জীবন ফিরে পান। সেই বিষয়ে পরশুরামের মনে কোন সন্দেহ ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁর মাতা ও ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

বরেণচ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ ।
বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতং চাস্মৃতিং বধে ॥ ৭ ॥

বরেণ চ্ছন্দয়াম্ আস—তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে বর চাইতে বলেছিলেন; **প্রীতঃ**—(তাঁর প্রতি) অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **সত্যবতী-সুতঃ**—সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি; **বব্রে**—বলেছিলেন; **হতানাম্**—আমার মৃত মাতা এবং ভ্রাতাদের; **রামঃ**—পরশুরাম; **অপি**—ও; **জীবিতম্**—তারা জীবিত হোক; **চ**—ও; **অস্মৃতিম্**—তাদের যেন কোন স্মৃতি না থাকে; **বধে**—আমার দ্বারা নিহত হওয়ার।

অনুবাদ

সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। পরশুরাম তখন বলেছিলেন, "আমার মাতা এবং ভ্রাতারা পুনরুজ্জীবিত হোক, এবং আমি যে তাঁদের হত্যা করেছি সেই কথা যেন তাঁদের কখনও স্মরণ না হয়। আমি এই বর প্রার্থনা করি।"

শ্লোক ৮

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা ।
পিতুর্বিদ্বাংস্তপোবীর্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্ ॥ ৮ ॥

উত্তস্থুঃ—উঠেছিলেন; **তে**—পরশুরামের মাতা এবং ভ্রাতারা; **কুশলিনঃ**—সুখে জীবিত হয়ে; **নিদ্রা-অপায়ে**—নিদ্রার অবসানে; **ইব**—সদৃশ; **অঞ্জসা**—অতি শীঘ্র; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **বিদ্বান্**—অবগত হয়ে; **তপঃ**—তপস্যা; **বীর্যম্**—শক্তি; **রামঃ**—পরশুরাম; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **সুহৃৎ-বধম্**—আত্মীয় বধ।

অনুবাদ

তারপর, জমদগ্নির বরে পরশুরামের মাতা এবং ভ্রাতারা জীবিত হয়েছিলেন, যেন নিদ্রাবসানে তাঁরা সুখে জেগে উঠেছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতার আদেশে স্বজন বধ করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার তপস্যা, জ্ঞান এবং বীর্য অবগত ছিলেন।

শ্লোক ৯

যেঽর্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্বধম্ ।
রামবীর্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম ন ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥

যে—যারা; **অর্জুনস্য**—কার্তবীর্যার্জুনের; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **স্মরন্তঃ**—সর্বদা স্মরণ করে; **স্ব-পিতুঃ বধম্**—(পরশুরামের দ্বারা) তাদের পিতার বধের কথা; **রামবীর্য-পরাভূতাঃ**—পরশুরামের বীর্যে পরাভূত; **লেভিরে**—প্রাপ্ত হওয়া; **শর্ম**—সুখ; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কার্তবীর্যার্জুনের যে সমস্ত পুত্ররা পরশুরামের বীর্যে পরাভূত হয়েছিল, তারা তাদের পিতার বধের কথা সর্বদা স্মরণ করার ফলে, কখনও শান্তি লাভ করতে পারেনি।

তাৎপর্য

জমদগ্নি তাঁর তপস্যার প্রভাবে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী রেণুকার ঈষৎ অপরাধের জন্য তাঁকে বধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর পাপ হয়েছিল, এবং তাই জমদগ্নি কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন, যে কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করার ফলে পরশুরামও পাপের দ্বারা প্রভাবিত হন, যদিও সেটি গর্হিত অপরাধ ছিল না। অতএব, কার্তবীর্যার্জুন, পরশুরাম, জমদগ্নি অথবা যেই হোন না কেন, সকলেরই

কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে আচরণ করা; তা না হলে পাপের ফল ভোগ করতে হতে পারে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

শ্লোক ১০

একদাশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে ।
বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্ ॥ ১০ ॥

একদা—একসময়; **আশ্রমতঃ**—জমদগ্নির আশ্রম থেকে; **রামে**—পরশুরাম যখন; **স-ভ্রাতরি**—তাঁর ভ্রাতাগণ সহ; **বনম্**—বনে; **গতে**—গিয়েছিলেন; **বৈরম্**—পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ; **সিষাধয়িষবঃ**—পূর্ণ করার বাসনায়; **লব্ধচ্ছিদ্রাঃ**—সুযোগ গ্রহণ করে; **উপাগমন্**—তারা জমদগ্নির আশ্রমের কাছে এসেছিল।

অনুবাদ

একসময় পরশুরাম যখন বসুমান্ প্রভৃতি ভ্রাতাদের সঙ্গে আশ্রম থেকে বনে গিয়েছিলেন, তখন কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা সেই সুযোগে পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জমদগ্নির আশ্রমে এসেছিল।

শ্লোক ১১

দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্ ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অগ্নি-আগারে**—যে স্থানে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **আবেশিত**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **ধিয়ম্**—বুদ্ধির দ্বারা; **মুনিম্**—মহর্ষি জমদগ্নি; **ভগবতি**—ভগবানকে; **উত্তম-শ্লোকে**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; **জঘ্নুঃ**—হত্যা করেছিল; **তে**—কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা; **পাপ-নিশ্চয়াঃ**—মহাপাপ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, অথবা মূর্তিমান পাপ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পাপকর্ম করতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। তাই তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট উত্তমশ্লোক ভগবানের ধ্যানে মগ্ন জমদগ্নিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল।

শ্লোক ১২

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ ।
প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥ ১২ ॥

যাচ্যমানাঃ—তাঁর পতির প্রাণ ভিক্ষা করে; **কৃপণয়া**—দীনা অবলা রমণী; **রাম-মাত্রা**—পরশুরামের মায়ের দ্বারা; **অতি-দারুণাঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **শিরঃ**—জমদগ্নির মস্তক; **উৎকৃত্য**—ছিন্ন করে; **নিন্যুঃ**—নিয়ে গিয়েছিল; **তে**—কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রেরা; **ক্ষত্র-বন্ধবঃ**—ক্ষত্রিয় নয় অথচ ক্ষত্রিয়ের অতি জঘন্য পুত্রগণ।

অনুবাদ

পরশুরামের মাতা অর্থাৎ জমদগ্নির পত্নী রেণুকা অত্যন্ত করুণভাবে তাঁর পতির প্রাণভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কার্তবীর্যার্জুনের ক্ষত্রিয়াধম পুত্ররা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তাঁর আকুল আবেদনে কর্ণপাত না করে তারা বলপূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

রেণুকা দুঃখশোকার্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা ।
রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥ ১৩ ॥

রেণুকা—জমদগ্নির পত্নী রেণুকা; **দুঃখ-শোক-আর্তা**—(তাঁর পতির মৃত্যুতে) অত্যন্ত শোকার্তা হয়ে; **নিঘ্নন্তী**—আঘাত করে; **আত্মানম্**—তাঁর নিজের শরীরে; **আত্মনা**—নিজেই; **রাম**—হে পরশুরাম; **রাম**—হে পরশুরাম; **ইতি**—এইভাবে; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **ইতি**—এইভাবে; **বিচুক্রোশ**—ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে; **সতী**—পরম পতিব্রতা।

অনুবাদ

পতির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্তা হয়ে পতিব্রতা রেণুকা তাঁর নিজের শরীরে নিজেই করাঘাত করতে করতে "হে রাম! হে প্রিয় পুত্র রাম!" বলে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তদুপশ্রুত্য দূরস্থা হা রামেত্যার্তবৎস্বনম্ ।
ত্বরয়াশ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতম্ ॥ ১৪ ॥

তৎ—রেণুকার সেই ক্রন্দন; **উপশ্রুত্য**—শুনে; **দূরস্থাঃ**—দূরে থাকলেও; **হা রাম**—হে রাম, হে রাম; **ইতি**—এই প্রকার; **আর্তবৎ**—অত্যন্ত শোকার্ত; **স্বনম্**—ধ্বনি; **ত্বরয়া**—অতি দ্রুত; **আশ্রমম্**—জমদগ্নির আশ্রমে; **আসাদ্য**—এসে; **দদৃশুঃ**—দর্শন করেছিলেন; **পিতরম্**—পিতাকে; **হতম্**—নিহত।

অনুবাদ

পরশুরাম সহ জমদগ্নির পুত্ররা বহু দূর থেকে "হা রাম, হা পুত্র!" রেণুকার এই আর্তনাদ শ্রবণ করে দ্রুত আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তাঁদের পিতা জমদগ্নি যে নিহত হয়েছেন তা দেখেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তে দুঃখরোষামর্ষার্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ ।
হা তাত সাধো ধর্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

তে—জমদগ্নির পুত্ররা; **দুঃখ**—দুঃখ; **রোষ**—ক্রোধ; **অমর্ষ**—অসহিষ্ণুতা; **আর্তি**—সন্তাপ; **শোক**—এবং শোকের; **বেগ**—বেগে; **বিমোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে; **হা তাত**—হে পিতা; **সাধো**—হে সাধু; **ধর্মিষ্ঠ**—পরম ধার্মিক; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অস্মান্**—আমাদের; **স্বঃ-গতঃ**—স্বর্গলোকে গমন করেছেন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

দুঃখ, ক্রোধ, অমর্ষ, আর্তি এবং শোকের বেগে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে জমদগ্নির পুত্ররা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, "হে পিতা, হে সাধু, হে পরম ধার্মিক, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন!"

শ্লোক ১৬

বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্ ।
প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥ ১৬ ॥

বিলপ্য—বিলাপ করে; **এবম্**—এইভাবে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **দেহম্**—দেহ; **নিধায়**—সমর্পণ করে; **ভ্রাতৃষু**—ভ্রাতাদের কাছে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **পরশুম্**—কুঠার; **রামঃ**—পরশুরাম; **ক্ষত্র-অন্তায়**—সমস্ত ক্ষত্রিয়দের শেষ করার জন্য; **মনঃ**—মন; **দধে**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বিলাপ করতে করতে পরশুরাম তাঁর পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদের হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর কুঠার নিয়ে পৃথিবী থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

গত্বা মাহিষ্মতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্ ।
তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥ ১৭ ॥

গত্বা—গিয়ে; **মাহিষ্মতীম্**—মাহিষ্মতী নগরীতে; **রামঃ**—পরশুরাম; **ব্রহ্মঘ্ন**—ব্রাহ্মণকে হত্যা করার ফলে; **বিহত-শ্রিয়ম্**—সমস্ত ঐশ্বর্যবিহীন, বিনষ্ট; **তেষাম্**—তাদের সকলকে (কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রগণ এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের); **সঃ**—তিনি, পরশুরাম; **শীর্ষভিঃ**—দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মধ্যে**—মাহিষ্মতী নগরীতে; **চক্রে**—করেছিলেন; **মহা-গিরিম্**—এক বিশাল পর্বত।

অনুবাদ

হে রাজন্! তারপর পরশুরাম ব্রহ্মহত্যার পাপে হতশ্রী মাহিষ্মতী নগরীতে গিয়ে, সেই নগরীর মাঝখানে কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের মস্তকের দ্বারা এক বিশাল পর্বত নির্মাণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্ ।
হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি ॥ ১৮ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নব ॥ ১৯ ॥

তৎ-রক্তেন—কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের রক্তের দ্বারা; **নদীম্**—একটি নদী; **ঘোরাম্**—ভয়ঙ্কর; **অব্রহ্মণ্য-ভয়-আবহাম্**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন রাজাদের ভয়াবহ; **হেতুম্**—কারণ; **কৃত্বা**—করে; **পিতৃ-বধম্**—তাঁর পিতৃহত্যার; **ক্ষত্রে**—যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়রা; **অমঙ্গল-কারিণি**—অমঙ্গল আচরণকারী হয়েছিল; **ত্রিঃসপ্ত-কৃতঃ**—একুশবার; **পৃথিবীম্**—সারা পৃথিবী; **কৃত্বা**—করে; **নিঃক্ষত্রিয়াম্**—ক্ষত্রিয়বিহীন; **প্রভুঃ**—ভগবান পরশুরাম; **সমন্তপঞ্চকে**—সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে; **চক্রে**—করেছিলেন; **শোণিত-উদান্**—জলের পরিবর্তে রক্তের দ্বারা পূর্ণ; **হ্রদান্**—হ্রদ; **নব**—ন'টি।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের এই সমস্ত পুত্রদের রক্তে ভগবান পরশুরাম ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী রাজাদের ভয়াবহ এক নদী সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা যেহেতু পাপাচরণ করতে শুরু করেছিল, তাই পরশুরাম তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের অছিলায় পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, এবং সমন্তপঞ্চকে তাদের রক্তে তিনি ন'টি হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরশুরাম হচ্ছেন ভগবান, এবং তাঁর অবতরণের শাশ্বত উদ্দেশ্য হচ্ছে *পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—সাধুদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা। সমস্ত পাপীদের সংহার করা ভগবানের অবতরণের একটি উদ্দেশ্য। ভগবান পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, কারণ তারা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী হয়েছিল। ক্ষত্রিয়রা যে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিল, সেটি ছিল কেবল একটি অজুহাত। তাদের সংহার করার প্রকৃত কারণ ছিল যে, তারা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের স্থিতি অশুভ ছিল। শাস্ত্রে, বিশেষভাবে *ভগবদ্গীতায়* ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পরশুরামের সময়ে হোক অথবা বর্তমান সময়েই হোক, সরকার যদি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ না করে দায়িত্বহীন এবং পাপাসক্ত হয়, তা হলে অবশ্যই পরশুরামের মতো ভগবানের অবতার আবির্ভূত হবেন এবং অগ্নি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আদির দ্বারা ধ্বংসকার্য সম্পাদন করবেন। সরকার যখনই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম রক্ষা করতে অক্ষম হয়, তখন অবশ্যই পরশুরাম যে প্রকার দুর্যোগের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রকার দুর্যোগ দেখা দেবে।

শ্লোক ২০

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আদায় বর্হিষি ।
সর্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ ॥ ২০ ॥

পিতুঃ—তাঁর পিতার; **কায়েন**—শরীরের দ্বারা; **সন্ধায়**—যুক্ত করে; **শিরঃ**—মস্তক; **আদায়**—রেখে; **বর্হিষি**—কুশঘাসের উপর; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সমস্ত দেবতাদের প্রভু সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **দেবম্**—ভগবান বাসুদেব; **আত্মানম্**—পরমাত্মারূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **মখৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর, পরশুরাম তাঁর পিতার মস্তক তাঁর দেহে সংযোজিত করে কুশঘাসের উপর তা স্থাপন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতা এবং জীবদের অন্তর্যামী সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বাসুদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২১-২২

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্‌গাত্রে উত্তরাং দিশম্ ॥ ২১ ॥
অন্যেভ্যোঽবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ ।
আর্যাবর্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

দদৌ—উপহাররূপে প্রদান করেছিলেন; **প্রাচীম্**—পূর্ব; **দিশম্**—দিক; **হোত্রে**—হোতা নামক পুরোহিতকে; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মা নামক পুরোহিতকে; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণ; **দিশম্**—দিক; **অধ্বর্যবে**—অধ্বর্যু নামক পুরোহিতকে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম দিক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **উদ্‌গাত্রে**—উদ্‌গাতা নামক পুরোহিতকে; **উত্তরাম্**—উত্তর; **দিশম্**—দিক; **অনেভ্যঃ**—অন্যদের; **অবান্তর-দিশঃ**—বিভিন্ন প্রান্ত (উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম); **কশ্যপায়**—কশ্যপ মুনিকে; **চ**—ও; **মধ্যতঃ**—মধ্যভাগ; **আর্যাবর্তম্**—আর্যাবর্ত নামক স্থান; **উপদ্রষ্ট্রে**—উপদ্রষ্টা পুরোহিতকে; **সদস্যেভ্যঃ**—সদস্য বা সহযোগী পুরোহিতদের; **ততঃ পরম্**—যা কিছু অবশিষ্ট ছিল।

অনুবাদ

যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরশুরাম হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, উদ্‌গাতাকে উত্তর দিক, এবং ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত এবং বায়ু এই

চারটি দিক অন্যান্য পুরোহিতদের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তিনি মধ্যভাগ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্ট্রাকে এবং অবশিষ্ট স্থান সদস্যবর্গকে প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় আর্যাবর্ত।

শ্লোক ২৩

ততশ্চাবভৃথস্নানবিধূতাশেষকিল্বিষঃ ।
সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যভ্র ইবাংশুমান্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—ও; **অবভৃথ-স্নান**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর স্নান করে; **বিধূত**—ধৌত করে; **অশেষ**—অসীম; **কিল্বিষঃ**—পাপকর্মের ফল; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তীরে; **মহা-নদ্যাম্**—ভারতবর্ষের একটি মহা নদী; **রেজে**—ভগবান পরশুরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ব্যভ্রঃ**—মেঘশূন্য; **ইব অংশুমান্**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

তারপর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরশুরাম অবভৃথ স্নান করেছিলেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, পরশুরাম সরস্বতী নদীর তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্যের মতো বিরাজ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপ কর্ম করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।" কর্মবন্ধনের অর্থ হচ্ছে একের পর এক জড় শরীর ধারণ করা। জীবনের চরম সমস্যা হচ্ছে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা সংসারচক্র। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । পরশুরাম যদিও ছিলেন ভগবানের অবতার, তবুও তাঁকেও তাঁর পাপকর্মের জন্য জবাব দিতে হত। এই জড় জগতে মানুষ যতই সাবধান হোক না কেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পাপ হয়ে যায়। যেমন পথে চলার সময় পিপীলিকা, পোকামাকড় পদদলিত হয় এবং এইভাবে অজ্ঞাতসারে বহু প্রাণী হত্যা হয়ে যায়। তাই বেদে পঞ্চসূনা যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলিযুগে মানুষকে এক বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*

—আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারি। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্*—তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেও সর্বদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন। সংকীর্তনের মাধ্যমে এই অবতারের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান মানুষকে তার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এক বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। আমরা অন্তহীন পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২৪

স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধ্বা সংজ্ঞানলক্ষণম্ ।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ ॥ ২৪ ॥

স্ব-দেহম্—তাঁর দেহ; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি ঋষি; **তু**—কিন্তু; **লব্ধ্বা**—পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে; **সংজ্ঞান-লক্ষণম্**—জীবন, জ্ঞান এবং স্মৃতির পূর্ণ লক্ষণ প্রদর্শন করে; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **মণ্ডলে**—সপ্তর্ষিমণ্ডলে; **সঃ**—তিনি (জমদগ্নি); **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **রাম-পূজিতঃ**—পরশুরামের দ্বারা পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে পরশুরামের দ্বারা পূজিত হয়ে জমদগ্নি পূর্ণস্মৃতিসহ পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন, এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণশীল সাতটি নক্ষত্রকে বলা হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল। আমাদের এই লোকের সর্বোচ্চভাগে স্থিত এই সাতটি নক্ষত্রে সাতজন ঋষি বাস করেন। তাঁরা হচ্ছেন—কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল রাত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তারা চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ধ্রুব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। এই সাতটি নক্ষত্রের সঙ্গে অন্য নক্ষত্ররা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগকে বলা হয় উত্তর দিক এবং নিম্নভাগকে বলা হয় দক্ষিণ দিক। আমাদের সাধারণ ব্যবহারেও, মানচিত্র অধ্যয়ন করার সময় আমরা মানচিত্রের উপরিভাগকে উত্তর দিক বলে মনে করি।

শ্লোক ২৫

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ ।
আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ ॥ ২৫ ॥

জামদগ্ন্যঃ—জমদগ্নির পুত্র; **অপি**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **রামঃ**—পরশুরাম; **কমল-লোচনঃ**—পদ্মপলাশের মতো যাঁর লোচন; **আগামিনি**—পরবর্তী; **অন্তরে**—মন্বন্তরে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বর্তয়িষ্যতি**—প্রবর্তন করবেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৃহৎ**—বৈদিক জ্ঞান।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরবর্তী মন্বন্তরে জমদগ্নির পুত্র কমলনয়ন ভগবান পরশুরাম বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবর্তক হবেন। অর্থাৎ, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম হবেন।

শ্লোক ২৬

আস্তেঽদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ ।
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ ॥ ২৬ ॥

আস্তে—এখনও বর্তমান আছেন; **অদ্য অপি**—এখনও; **মহেন্দ্র-অদ্রৌ**—মহেন্দ্র পর্বতে; **ন্যস্ত-দণ্ডঃ**—ক্ষত্রিয়দের দণ্ড বিধানকারী অস্ত্র (ধনুক, বাণ এবং কুঠার) পরিত্যাগ করে; **প্রশান্ত**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ; **ধীঃ**—এই প্রকার বুদ্ধি; **উপগীয়মান-চরিতঃ**—তাঁর উন্নত চরিত্র এবং কার্যকলাপের জন্য পূজিত এবং বন্দিত; **সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণৈঃ**—সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণদের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান পরশুরাম এখনও একজন স্থিতধী ব্রাহ্মণরূপে মহেন্দ্র পর্বতে বর্তমান আছেন। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছেন। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বেরা তাঁর উন্নত চরিত্র ও কার্যকলাপের জন্য সর্বদা তাঁর পূজা করেন এবং বন্দনা করেন।

শ্লোক ২৭

এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
অবতীর্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশো নৃপান্ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভৃগুষু**—ভৃগুবংশে; **বিশ্ব-আত্মা**—বিশ্বের আত্মা পরমাত্মা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অবতীর্য**—অবতরণ করে; **পরম্**—মহান; **ভারম্**—ভার; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **অহন্**—সংহার করেছিলেন; **বহুশঃ**—বহুবার; **নৃপান্**—রাজাদের।

অনুবাদ

এইভাবে বিশ্বাত্মা, ভগবান, ঈশ্বর, শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অবাঞ্ছিত নৃপতিদের বহুবার বধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ ।
তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চসম্ ॥ ২৮ ॥

গাধেঃ—মহারাজ গাধি থেকে; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **মহা-তেজাঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সমিদ্ধঃ**—প্রদীপ্ত; **ইব**—সদৃশ; **পাবকঃ**—অগ্নি; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ক্ষাত্রম্**—ক্ষত্রিয়ত্ব; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **যঃ**—যিনি (বিশ্বামিত্র); **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ব্রহ্ম-বর্চসম্**—ব্রাহ্মণের গুণ।

অনুবাদ

মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তেজস্বী। তিনি তপস্যার প্রভাবে ক্ষত্রিয়ের পদ থেকে তেজস্বী ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরশুরামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বিশ্বামিত্রের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। পরশুরামের ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি ব্রাহ্মণ হলেও পরিস্থিতির বশে তাঁকে ক্ষত্রিয়ের কার্য করতে হয়েছিল। তারপর ক্ষত্রিয়ের কার্য সমাপ্ত করে তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে গিয়েছিলেন। তেমনই, আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর তপস্যার প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। এই ইতিবৃত্তগুলি শাস্ত্রের নির্দেশই প্রতিপন্ন করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত গুণ প্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হতে পারে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অথবা বৈশ্য হতে পারে এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ

হতে পারে। গুণ অনুসারে মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হয়, জন্ম অনুসারে নয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/৩৫) নারদ মুনির উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

"যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে।" কে ব্রাহ্মণ এবং কে ক্ষত্রিয় সেই কথা জানতে হলে, তাদের গুণ এবং কর্মের বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য। যদি সমস্ত অযোগ্য শূদ্ররা তথাকথিত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়, তা হলে সমাজ-ব্যবস্থা পালন করা অসম্ভব হবে। তার ফলে সমাজে অরাজকতা দেখা দেবে, মানব-সমাজ পশু-সমাজে পরিণত হবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

শ্লোক ২৯

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ ।
মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বামিত্রস্য—বিশ্বামিত্রের; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আসন্**—ছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **এক-শতম্**—একশ এক; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মধ্যমঃ**—মধ্যম; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মধুচ্ছন্দাঃ**—মধুচ্ছন্দা; **মধুচ্ছন্দসঃ**—মধুচ্ছন্দা নামক; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তে**—তাঁরা সকলে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা। তার সম্পর্কে অন্য সমস্ত পুত্ররাও মধুচ্ছন্দা নামে অভিহিত হত।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বেদ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আসুঃ পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ। "বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে পঞ্চাশজন ছিল মধুচ্ছন্দার জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন কনিষ্ঠ।"

শ্লোক ৩০

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতং চ ভার্গবম্ ।
আজীগর্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্ ॥ ৩০ ॥

পুত্রম্—পুত্র; **কৃত্বা**—গ্রহণ করে; **শুনঃশেফম্**—শুনঃশেফ নামক; **দেবরাতম্**—দেবরাত, অর্থাৎ, দেবতারা যাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন; **চ**—ও; **ভার্গবম্**—ভৃগু-বংশজ; **আজীগর্তম্**—অজীগর্তের পুত্র; **সুতান্**—তাঁর পুত্রদের; **আহ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **এষঃ**—শুনঃশেফকে; **প্রকল্প্যতাম্**—গ্রহণ কর।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভূত অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে নামান্তরে দেবরাতকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে।

শ্লোক ৩১

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥ ৩১ ॥

যঃ—যিনি (শুনঃশেফ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হরিশ্চন্দ্র-মখে**—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে; **বিক্রীতঃ**—বিক্রয় করা হয়েছিল; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পশুঃ**—যজ্ঞের পশু; **স্তুত্বা**—স্তব করে; **দেবান্**—দেবতাদের; **প্রজা-ঈশ-আদীন্**—ব্রহ্মা আদি; **মুমুচে**—মুক্ত হয়েছিলেন; **পাশ-বন্ধনাৎ**—পশুর মতো রজ্জুর বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

শুনঃশেফের পিতা শুনঃশেফকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য বিক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফকে যজ্ঞমণ্ডপে নিয়ে আসা হলে, তিনি দেবতাদের স্তব করে তাঁদের কৃপায় পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শুনঃশেফের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রকে যখন তাঁর পুত্র রোহিতকে বলি দিতে হচ্ছিল, তখন রোহিত তাঁর জীবন রক্ষার জন্য শুনঃশেফের পিতার কাছ থেকে যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য শুনঃশেফকে ক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফের

পিতা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কাছে তাঁকে বিক্রয় করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যবর্তী মধ্যম ভ্রাতা। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যজ্ঞে নরবলি দেওয়ার পন্থা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

শ্লোক ৩২

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ ।
দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফস্তু ভার্গবঃ ॥ ৩২ ॥

যঃ—যিনি (শুনঃশেফ); **রাতঃ**—রক্ষিত হয়েছিলেন; **দেব-যজনে**—দেবতাদের যজ্ঞে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **গাধিষু**—গাধিবংশে; **তাপসঃ**—আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত; **দেব-রাতঃ**—দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **শুনঃশেফঃ তু**—শুনঃশেফ; **ভার্গবঃ**—ভৃগুবংশে।

অনুবাদ

ভৃগুবংশে জন্ম হলেও শুনঃশেফ ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত, এবং তাই সেই যজ্ঞে দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তার ফলে তিনি গাধিবংশে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ ।
অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ ॥ ৩৩ ॥

যে—যাঁরা; **মধুচ্ছন্দসঃ**—মধুচ্ছন্দা নামক বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ; **জ্যেষ্ঠাঃ**—জ্যেষ্ঠ; **কুশলম্**—অতি শুভ; **মেনিরে**—গ্রহণ করেছিলেন; **ন**—না; **তৎ**—তা (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব); **অশপৎ**—শাপ দিয়েছিলেন; **তান্**—পুত্রদের; **মুনিঃ**—বিশ্বামিত্র মুনি; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ম্লেচ্ছাঃ**—বেদ বিরোধী; **ভবত**—হও; **দুর্জনাঃ**—অত্যন্ত দুষ্ট পুত্র।

অনুবাদ

মধুচ্ছন্দা নামক পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বিশ্বামিত্র তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, "তোমরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী ম্লেচ্ছ হও।"

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ, যবন আদি নাম রয়েছে। যারা বৈদিক নীতি অনুসরণ করে না, তাদের বলা হয় ম্লেচ্ছ। পুরাকালে ম্লেচ্ছদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, এবং বিশ্বামিত্র মুনি "ম্লেচ্ছ হও" বলে তাঁর পুত্রদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অর্থাৎ কলিযুগে অভিশাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ জনসাধারণ স্বভাবতই ম্লেচ্ছ। এখন কলিযুগ কেবল শুরু, কিন্তু কলিযুগের শেষে কেউই বৈদিক নীতি অনুসরণ করবে না, তাই সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে। তখন কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন। *ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।* তিনি তাঁর তরবারির দ্বারা নির্বিচারে সমস্ত ম্লেচ্ছদের বধ করবেন।

শ্লোক ৩৪

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধং পঞ্চাশতা ততঃ ।
যন্নো ভবান্ সঞ্জানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **মধুচ্ছন্দাঃ**—মধুচ্ছন্দা; **সার্ধম্**—সহ; **পঞ্চাশতা**—মধুচ্ছন্দা নামক অপর পঞ্চাশজন পুত্র; **ততঃ**—এইভাবে প্রথম পঞ্চাশজন পুত্র অভিশপ্ত হওয়ার পর; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—হে পিতা; **সঞ্জানীতে**—আপনি যা ভাল মনে করেন; **তস্মিন্**—তাতেই; **তিষ্ঠামহে**—অবস্থান করব; **বয়ম্**—আমরা সকলে।

অনুবাদ

জ্যেষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা এইভাবে অভিশপ্ত হলে, পঞ্চাশজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মধুচ্ছন্দা স্বয়ং তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, "হে পিতা! আপনি যা ভাল মনে করেন, আমরা তাই পালন করব।"

শ্লোক ৩৫

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্ম হি ।
বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ ।
যে মানং মেঽনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তমকর্ত মাম্ ॥ ৩৫ ॥

জ্যেষ্ঠম্—জ্যেষ্ঠ; **মন্ত্র-দৃশম্**—মন্ত্রদ্রষ্টা; **চক্রুঃ**—তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; **ত্বাম্**—তোমরা; **অন্বঞ্চঃ**—অনুসরণ করতে সম্মত হয়েছ; **বয়ম্**—আমরা; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্বামিত্রঃ**—ঋষি বিশ্বামিত্র; **সুতান্**—তাঁর আদেশ অনুসরণকারী পুত্রদের; **আহ**—বলেছিলেন; **বীর-বন্তঃ**—পুত্রের পিতা; **ভবিষ্যথ**—ভবিষ্যতে হবে; **যে**—তোমরা সকলে; **মানম্**—সম্মান; **মে**—আমার; **অনুগৃহ্ণন্তঃ**—গ্রহণ করেছ; **বীর-বন্তম্**—সৎ পুত্রের পিতা; **অকর্ত**—তোমরা করেছ; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

এইভাবে কনিষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করে বলেছিলেন, "আমরা আপনার আদেশ পালন করব।" বিশ্বামিত্র তখন তাঁর অনুগত পুত্রদের বলেছিলেন, "যেহেতু তোমরা শুনঃশেফকে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করেছ, তাই আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার আদেশ পালন করে তোমরা আমাকে যোগ্য পুত্রদের পিতা বানিয়েছ, এবং তাই আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি তোমরাও পুত্রবন্ত হবে।"

তাৎপর্য

শত পুত্রের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজন শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ না করে বিশ্বামিত্রের আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু অপর অর্ধশত পুত্র তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন। তাই তাঁদের পিতা তাঁর অনুগত পুত্রদের আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তাঁরা পুত্রবন্ত হবেন। তা না হলে তাঁরাও অপুত্রক ম্লেচ্ছ হওয়ার অভিশাপ প্রাপ্ত হতেন।

শ্লোক ৩৬

এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত ।
অন্যে চাষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

এষঃ—এই (শুনঃশেফ); **বঃ**—তোমাদের মতো; **কুশিকাঃ**—হে কুশিকগণ; **বীরঃ**—আমার পুত্র; **দেবরাতঃ**—দেবরাত নামক; **তম্**—তাঁকে; **অন্বিত**—আদেশ পালন কর; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **অষ্টক**—অষ্টক; **হারীত**—হারীত; **জয়**—জয়; **ক্রতুমৎ**—ক্রতুমান; **আদয়ঃ**—এবং অন্যরা।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র বললেন, "হে কুশিকগণ! এই দেবরাত আমার পুত্র এবং তোমাদেরই একজন। তোমরা তাঁর আদেশ পালন কর।" হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয় ও ক্রতুমান আদি অন্য বহু পুত্র ছিল।

শ্লোক ৩৭

এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্ ।
প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে (কিছু পুত্র অভিশপ্ত হয়ে এবং অন্যরা বর প্রাপ্ত হয়ে); **কৌশিক-গোত্রম্**—কৌশিকবংশ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিশ্বামিত্রৈঃ**—বিশ্বামিত্রের পুত্রদের দ্বারা; **পৃথক্-বিধম্**—বিভিন্ন প্রকার; **প্রবর-অন্তরম্**—একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য; **আপন্নম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **তৎ**—তা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **এবম্**—এই প্রকার; **প্রকল্পিতম্**—নির্ণীত হয়েছিল।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র তাঁর কিছু পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের বরদান করেছিলেন। তার ফলে কৌশিক গোত্র নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমস্ত পুত্রের মধ্যে দেবরাতকেই জ্যেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।